ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ধারণাপত্র

আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২৫

টেকসই বাংলাদেশ বিনির্মাণে চাই যুববান্ধব রাষ্ট্রব্যবস্থা

বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন তথা জনমানুষের মুক্তি ও অধিকার আদায়ের প্রতিটি পরতে তরুণরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। যার সর্বশেষ উদাহরণ তারুণ্যের নেতৃত্বে পরিচালিত বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে কর্তৃত্ববাদের পতন। যা শুধু জাতীয় নয়, বৈশ্বিকপর্যায়েও এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সঙ্গতকারণেই তারুণ্যের এই শক্তি ও আদর্শকে ধরে রাখতে, জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ে তাদের কণ্ঠস্বর উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। তবে বাংলাদেশের তারুণ্যের কণ্ঠে হতাশার সুর, উপেক্ষার অভিমান ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা, দৃষ্টিভঙ্গিগত সংকীর্ণতা ও কাঠামোগত বৈষম্যের কারণে সমাজের নীতিনির্ধারণ-প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ ব্যাহত হচ্ছে। তাই তরুণদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে একটি বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক, জবাবদিহিমূলক ও সুশাসিত বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুবসমাজের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতই হোক আন্তর্জাতিক যুব দিবস-২০২৫ এর অঙ্গীকার।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস

১৯৯১ সালে অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের বিশ্ব যুব ফোরামে অংশগ্রহণকারী তরুণদের দাবির প্রেক্ষিতে[১] ১৯৯৮ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের "ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অব মিনিস্টারস রেসপন্সিবল ফর ইয়ুথ"–এ ১২ আগস্ট আন্তর্জাতিক যুব দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব করা হয়। ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ প্রস্তাবটির প্রতি সমর্থন জানায়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০০ সাল থেকে জাতিসংঘের উদ্যোগে ১২ আগস্ট "আন্তর্জাতিক যুব দিবস" হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়। এ বছর আন্তর্জাতিক যুব দিবসের প্রতিপাদ্য–"Local Youth Actions for the SDGs and Beyond"[২] যার মূল বার্তা হচ্ছে– এসডিজি বাস্তবায়নে স্থানীয় তরুণদের অংশগ্রহণ ও উদ্ভাবনী উদ্যোগের অগ্রাধিকার। অন্যদিকে বাংলাদেশ "প্রযুক্তিনির্ভর যুবশক্তি, বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্বে অগ্রগতি"[৩] প্রতিপাদ্যে এবারই প্রথম আন্তর্জাতিক যুব দিবসের সঙ্গে একই দিনে জাতীয় যুব দিবস পালন করছে।

বাংলাদেশের তরুণ ও যুবজনগোষ্ঠী

দেশের প্রথম ডিজিটাল জনশুমারি ও গৃহগণনার প্রাথমিক তথ্য মতে, দেশে ১৫ থেকে ২৯ বছরে মধ্যে থাকা তরুণ-যুব জনগোষ্ঠী প্রায় এক পঞ্চমাংশ (১৯.১১ শতাংশ)।[৪] এই জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের বিনিময়ে ২০২৪ সালের আগস্টে কর্তৃত্ববাদের অবসান ঘটে। যা তরুণদের রাজনৈতিক সচেতনতা, ন্যায্যতার পক্ষে সোচ্চার হওয়ার সক্ষমতাকে দৃশ্যমান করেছে। এক্ষেত্রে এসডিজি-১৬ (শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান) অর্জনে তরুণদের অংশগ্রহণ কীভাবে অবদান রাখতে পারে–জুলাই গণঅভ্যুত্থান তার যথাযথ দৃষ্টান্ত। তবে তরুণদের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় এখনো বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। বাংলাদেশের ৪২ শতাংশ তরুণ বেকারত্ব নিয়ে উদ্বিগ্ন, ৫৫ শতাংশ দেশ ছাড়তে চায় । কারণ হিসেবে (৩৭ শতাংশ) দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, নিয়োগে বৈষম্য (২০ শতাংশ) ও কাজ-জীবন ভারসাম্যের অভাব (১৮ শতাংশ) বলে উল্লেখ করেছে।[৫] এ ছাড়া প্রায় ৮৩ শতাংশ তরুণ ভবিষ্যতে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে আগ্রহী নয় বলে তাদের অভিমত প্রকাশ করেছে।[৬] যা বিদ্যমান রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত দুর্বলতার প্রতি তরুণদের আস্থাহীনতার বহিঃপ্রকাশ। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রায় একবছর পরেও তরুণ সমাজের এ উপলব্ধি খুবই উদ্বেগজনক। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো জুলাই-আগস্ট ২৪' এর আন্দোলনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-আদিবাসী নির্বিশেষে এদেশের অধিকাংশ মানুষের অবদান রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো নারীর অংশগ্রহণ। অথচ সেই তারুণ্যের একটি অংশের বিরুদ্ধে তাদের নারীসহযোদ্ধাদের কোণঠাসা করা ও নারীর ন্যায্য অধিকার আদায়ের পরিবর্তে ধর্মীয় উগ্রবাদীদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

সম্ভাবনাময় তারুণ্য ও এসডিজি

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-এর ৬৫ শতাংশেরও বেশি লক্ষ্য স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যেখানে যুবসমাজের সরাসরি সম্পৃক্ততা টেকসই অভীষ্ট অর্জনকে ত্বরান্বিত করবে। এক জরিপ অনুযায়ী দেশের ৪৪ শতাংশ তরুণ আগামী এক বছরে প্রযুক্তিনির্ভর নিজস্ব উদ্যোগে চাকরি বা ব্যবসা শুরু করতে আগ্রহী। এ সকল তরুণের অংশগ্রহণ স্থায়ীভাবে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানে দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে, যা একইসঙ্গে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৮ ও ৯ অর্জনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৭] এক্ষেত্রে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীরা যদি যথাযথভাবে যুবদের দক্ষতা বিকাশে বিনিয়োগ করে, তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয় এবং অংশগ্রহণমূলক নীতি গ্রহণ করে, তাহলে তারুণ্যের শক্তিকে জাতীয় উন্নয়নের চালিকাশক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। ডিজিটাল

[১] https://www.timeanddate.com/holidays/un/international-youth-day
[২] https://www.un.org/en/observances/youth-day
[৩] https://dyd.gov.bd/sites/default/files/files/dyd.portal.gov.bd/notices/e95a2dcb_db19_4085_a9f4_0b0608a01186/2025-07-29-13-38-c40c53659f76c7eb11d9cea76ba6a4ee.pdf
[৪] https://sid.gov.bd/sites/default/files/files/sid.portal.gov.bd/publications/01ad1ffe_cfef_4811_af97_594b6c64d7c3/Report-for-website1-compressed.pdf
[৫] https://www.britishcouncil.org/research-insight/next-generation-bangladesh-2024
[৬] https://www.prothomalo.com/politics/48t32nw57n
[৭] https://www.britishcouncil.org/research-insight/next-generation-bangladesh-2024

বাংলাদেশ বির্নিমাণ, সামাজিক উদ্যোগ, স্বেচ্ছাসেবা, শিক্ষাসংস্কার ও দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন– সবখানেই তরুণদের অগ্রণী ভূমিকাই টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্র অর্জনকে সম্ভব করে তুলবে। যা বাংলাদেশের যুব জনগোষ্ঠীকে শুধু কর্মী নয় বরং চিন্তাশীল, মানবিক ও দায়িত্বশীল উন্নয়ন অংশীদার– যারা বৈশ্বিক লক্ষ্যকে স্থানীয় বাস্তবতায় কার্যকর রূপ দিতে পারবে।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস ও টিআইবি

টিআইবির উদ্যোগে চলমান দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের অন্যতম চালিকাশক্তি তরুণ ও যুবসমাজ। তাই প্রতিবছরের মতো টিআইবি "টেকসই বাংলাদেশ বিনির্মাণে চাই যুববান্ধব রাষ্ট্রব্যবস্থা"–এই প্রতিপাদ্যে আন্তর্জাতিক যুব দিবস বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উদ্‌যাপন করছে। সারাদেশের ৪৫টি সনাক অঞ্চলে ও ঢাকার ১৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সচেতনতা ও প্রচারণামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। একইসঙ্গে সম্ভাবনাময় যুব জনগোষ্ঠীকে জাতীয় অর্জনের মূল চালিকাশক্তি বিবেচনা করে দিবসটি উপলক্ষে টিআইবি ও এর তরুণ অংশীজনরা নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ উত্থাপন করছে–

১. বৈশ্বিক অগ্রগতি ও উদ্ভাবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে টেকসই বাংলাদেশ বিনির্মাণে সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ত করে সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট যুব কৌশল প্রণয়ন করতে হবে এবং স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে;

২. তরুণদের স্থানীয় উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে (যেমন– ওয়ার্ড কমিটি, পৌরসভা, ইউপি পরিষদে প্রতিনিধি হিসেবে তরুণদের অন্তর্ভুক্তি); ইউথ অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল গঠন করে স্থানীয় সিদ্ধান্তগ্রহণে তরুণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;

৩. রাজনৈতিক দলের ছাত্র ও যুব শাখার দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঠামোগত মানসিকতা পরিবর্তন করে তরুণদের বাস্তব প্রত্যাশা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নেতৃত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় ও শাখা পর্যায়ের কমিটিগুলোতে তরুণদের যথাযথ সংখ্যায় ও অর্থবহ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে;

৪. রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি ও নীতিগত এজেন্ডায় শিক্ষা, কর্মসংস্থান, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রযুক্তি, লৈঙ্গিকসমতা, মাদক প্রতিরোধ ইত্যাদি যুবকেন্দ্রিক অগ্রাধিকারপূর্ণ ইস্যু অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রান্তিক, গ্রামীণ, সংখ্যালঘু ও বৈচিত্র্যময় পরিচয় বহনকারীদের যুবসমাজের অন্তর্ভুক্তি ও প্রতিনিধিত্বকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে;

৫. স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন ও তরুণদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং যৌথ কর্মসূচির মাধ্যমে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে হবে। তরুণদের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ গড়ে তুলতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রাজনৈতিক দলগুলোর উপস্থিতি ও জবাবদিহিমূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;

৬. আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী তরুণ জনগোষ্ঠীকে কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত ও কারিগরিভাবে দক্ষ করে তুলতে হবে;

৭. আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও নারী শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্রণোদনার মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক শিক্ষাগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;

৮. জাতিসংঘের সুপারিশ অনুয়ায়ী শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে; স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বিশেষ প্রণোদনার মাধ্যমে যে-সব ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাত থেকে তরুণরা কর্মহীন হয়েছে, সেগুলো চালুর উদ্যোগ নিতে হবে;

৯. তরুণদের মধ্যে উদ্যোক্তা বিকাশের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকল্প পেশার (যেমন– সবুজ দক্ষতানির্ভর আউটসোর্সিং, ফ্রিল্যান্সিং) জন্য কর্মহীন তরুণ ও নতুন গ্র্যাজুয়েটদের প্রস্তুত করার উদ্যোগ নিতে হবে;

১০. সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে জনবল কাঠামোতে দক্ষতার আলোকে প্রযোজ্য পরিবর্তন আনতে হবে এবং সকল চাকুরিতে নিয়োগ-প্রক্রিয়া দুর্নীতিমুক্ত এবং মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সম-প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০ ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২
info@ti-bangladesh.org; www.ti-bangladesh.org; www.facebook.com/TIBangladesh